http://IslamiBoi.wordpress.com

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়

ইমাম আবু দাউদ (রহ)

তাঁর নাম সুলায়মান ইব্‌নুল আশ্‌আছ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইমরান, ডাকনাম আবু দাউদ। তাঁর উর্ধতন পুরুষ ইমরান বানু আয্‌দ গোত্রের লোক ছিলেন এবং তিনি হযরত আলী (রা)–এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্‌ফীন প্রান্তরে শহীদ হন। 'আয্‌দ' আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহ্‌তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) সিজিস্তানে ২০২/৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ্‌ আবদুল আযীয (রহ)–এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবী, আল্লামা সামআনী এবং আল্লামা সুবকী (রহ)–এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (রহ)–কে সানজারীও বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নীশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসলাম (রহ) (মৃত্যু- ২৪২/৮৫৬)–এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় যাওয়ার পূর্বে খুরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কুফা সফর করে তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হাদীছের আরও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক ইত্যাদি জনপদ ভ্রমণ করেন। তিনি হাদীছের অন্বেষণে এত অধিক হাদীছবিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তাবরীযী বলেনঃ "তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা অগণিত"। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)–এর অনেক শায়খের নিকটও হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন– আবু আমর আয–যাবীর, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, আল–কানাবী, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাজা, আবুল–ওয়ালীদ আত–তায়ালিসী, আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস, আবু জাফর আন–নুফায়লী, আবু তাওবা আল–হালাবী, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন প্রমুখ।

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) একদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর উস্তাদ, অপরদিকে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)–এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) নিজেও ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে উতায়বা–এর হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন।

http://IslamiBoi.wordpress.com

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীছ অন্বেষণকারীগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁর দরসের মজলিসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো।

ইমাম তিরমিযী (রহ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহ) হাদীছে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেনঃ তাঁর পুত্র আবু বাক্‌র, আবু আওয়ানা, আবু বিশ্‌র আদ-দুলাভী, আলী ইব্‌নুল হাসান ইব্‌নুল-আব্‌দ, আবু উসামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, আবু সাঈদ ইব্‌নুল-আরাবী, আবু আলী আল-লুলুয়ী, আবু বাক্‌র ইব্‌ন দাসাহ্‌, আবু সালিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ আল-জানুফী, আবু আমর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আস্‌-সুলী, আবু বাক্‌র আন-নাজ্জাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব (রহ) প্রমুখ। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও যাদিহ। দুনিয়ার শান-শওকতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ইব্‌ন দাসাহ্‌ বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীছগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে এরূপ কিছু রাখা হয় না।"

হাফিজ মূসা ইব্‌ন হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।"

মোল্লা আলী আল-কারী (রহ) বলেনঃ "তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা ও ইবাদাত- বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীছ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্‌ন তাগরীবিরদী (রহ) বলেনঃ "তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, সমালোচক, এর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাভীরু ব্যক্তি।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস-সাগানী হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেনঃ "হযরত দাউদ (আ)- এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে দেয়া হয়েছিল তেমনি ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জন্য হাদীছকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।"

আল্লামা ইয়াফি'ঈ (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "হাদীছ এবং ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (রহ) ইমাম ছিলেন।"

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল-হাকিম বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর অনুসৃত মাযহাব

আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের

http://IslamiBoi.wordpress.com

ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, কারো কারো মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এ মত পোষণ করেন। কারো মতে তিনি হানাফী মাতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক শীরাযী (রহ) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ)–ও আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ)–এর বরাতে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা (সুনানে আবু দাউদ) সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছের মোকাবিলায় এমন হাদীছের উপর প্রধান্য দান করেছেন– যা থেকে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)–এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমুআর দিন ২৭৫/৮৮১ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানে প্রসিদ্ধ হাদীছ শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ)–এর পাশে দাফন করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলোঃ (১) সুনানে আবু দাউদ, (২) মারাসীল, (৩) আর–রাদ্দু আলাল–কাদারিয়া, (৪) আন–নাসিখ ওয়াল–মানসূখ, (৫) মা তাফাররাদা বিহী আহ্‌লুল–আমসার, (৬) ফাদাইলুল–আনসার, (৭) মুসনাদে মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ), (৮) আল–মাসাইল, (৯) মারিফাতুল–আওকাত, (১০) কিতাবু বাদইল–ওয়াহ্‌য়ি ইত্যাদি।

সুনানে আবূ দাউদ (রহ)

ইমাম সাহেব কখন এ গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন কোথাও তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)–এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি গ্রন্থখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) ২৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থের সংকলন সম্পন্ন করেন।

'সুনান' গ্রন্থ হাদীছ সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিছগণ মাগাযী–এর তুলনায় আহ্‌কাম এবং উপদেশমূলক হাদীছ সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে নবী করীম (স)–এর জীবনের অপরাপর দিক

http://IslamiBoi.wordpress.com

যেমন, তাঁর উযূ, গোসল, নামায এবং হজ্জ–এর পদ্ধতি, ব্যবসা–বাণিজ্য, বিবাহ–শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ–নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিছগণ আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীছ গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) ছিলেন এরূপ হাদীছ গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে এমন সব হাদীছ সংকলিত হয়েছে যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসংগে ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তি বর্তমান রয়েছে। 'সুনান' গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের আলেম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করে আসছেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–এর নিকট পেশ করলে তিনি তা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, "যার নিকট আল–কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ–এর কিতাবখানি রয়েছে তার এ দুটির সাথে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।"

আল্লামা আস–সাজী (রহ) বলেন, "আল্লাহ্র কিতাব আল–কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি আর ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর হাদীছ সংকলনখানি ইসলামের ফরমান স্বরূপ।"

আল্লামা খাত্তাবী (রহ) বলেন, "দীনী জ্ঞান–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাসভংগীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম–এর তুলনায় তাতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কি পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেন, "ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনালে তা তাদের নিকট (কুরআন মজীদের মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।"

এই গ্রন্থের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিজ আবু জাফর ইব্ন জুবাইর আল–গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, "ফিক্হ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানে আবু দাউদ–এর যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই।"

ইমাম গাযালী (রহ)–ও এ গ্রন্থের আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "আহ্কামের হাদীছসমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।"

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলবী (রহ) বিশুদ্ধতার

http://IslamiBoi.wordpress.com

দিক থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফের স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী ও মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবু দাউদের স্থান প্রথম।

মিফতাহুস-সাআদার গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানে আবু দাউদের স্থান নির্দেশ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪,৮০০ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীছও রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন, সুনানে আবু দাউদ-এর নয়টি হাদীছকে আল্লামা ইব্নুল-জাওযী (রহ) মাওযূ (জাল) বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়।

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মক্কাবাসীগণের একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর সুনান গ্রন্থের বিভিন্ন দিকের উল্লেখপূর্বক তাদের নিকট একটি অতি মূল্যবান চিঠি লেখেন। এই পত্রের সাহায্যে তাঁর সুনান গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা নিম্নে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বাংলা অনুবাদ পেশ করছিঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আপনাদের প্রতি সালাম। আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তাঁর বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর নামের উল্লেখ হলেই তাঁর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে এমন ক্ষমা করুন যাতে কোন অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না, আর যার পরে কোন শাস্তির ভয়ও থাকবে না। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে "আস-সুনান" গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করি- এগুলো কি আমার জানা মতে অনুচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদীছ?

দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই হাফিয তাঁদের হাদীছ গ্রহণ[১]

আমি আপনাদের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ে অবগত হয়েছি। জেনে রাখুন! এ সবই সহীহ হাদীছ। তবে যদি কোন হাদীছ দু'টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়, তার একটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী হয় এবং অপর হাদীছের রাবী হিফ্য-এর দিক থেকে অগ্রগামী হন তবে আমি কখনও দ্বিতীয়

১· পত্রের অনুচ্ছেদগুলো ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নয়, বরং আল্লামা মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ কর্তৃক সংযোজিত। পত্রের মুদ্রিত কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

হাদীছটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। তবে আমার গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা ১০টির অধিক নেই।

অনুচ্ছেদসমূহে হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ

আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি অথবা দু'টির বেশী হাদীছ উল্লেখ করিনি, যদিও অনুচ্ছেদে অনেক সহীহ হাদীছ থাকে। কেননা এতে হাদীছের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

হাদীছের একাধিক বার উল্লেখ

আমি কোন অনুচ্ছেদে যদি একই হাদীছ দুই অথবা তিনটি সনদে উল্লেখ করে থাকি তবে তাতে কিছু অধিক কথা থাকার কারণেই তা করেছি।

হাদীছ সংক্ষিপ্তকরণ

আমি কখনও কখনও দীর্ঘ হাদীছ সংক্ষিপ্ত করেছি। কারণ পূর্ণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলে কোন কোন শ্রোতা তা বুঝবে না এবং হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় মাসআলা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

মুরসাল হাদীছ এবং তা থেকে দলীল গ্রহণ

পূর্বসূরী আলেমগণ যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ) এবং ইমাম আওযাঈ (রহ) মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এরপর ইমাম শাফিঈ (রহ) এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না বলে মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) প্রমুখ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুসরণ করেন। তবে কোন বিষয়ে মুরসাল হাদীছ ছাড়া মুসনাদ হাদীছ পাওয়া না গেলে মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে তা মুত্তাসিল–এর অনুরূপ হবে না।

পরিত্যক্ত রাবীর হাদীছ

আমার সংকলিত 'আস–সুনান' গ্রন্থে এমন ব্যক্তির বর্ণিত কোন হাদীছ নেই যাকে হাদীছ বিশারদগণ বর্জন (মাতরূক) করেছেন।

মুনকার হাদীছের উল্লেখ

এই গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ বর্ণিত হলে আমি তাকে 'মুনকার' বলে মন্তব্য করেছি। তবে অনুচ্ছেদের মধ্যে সেটি ছাড়া অনুরূপ হাদীছ আর নেই।

http://IslamiBoi.wordpress.com

ইব্‌নুল–মুবারক, ওয়াকী, মুসলিম ও হাম্মাদ–এর গ্রন্থসমূহের সাথে তুলনা

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহ ইব্‌নুল–মুবারক (রহ) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ওয়াকী (মৃ. ১৯৭/৮১৩)–এর কিতাবে নেই। তবে অল্প কিছু এর ব্যতিক্রম। তাঁদের গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছই মুরসাল। 'কিতাবুস–সুনান'–এ এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ)–এর মুওয়াত্তা–র মধ্যে উত্তম পর্যায়ের। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (মৃ. ১৬৭/৭৮০) এবং আবদুর–রায্‌যাক (মৃ. ২১১/৮২৭)–এর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু উত্তম হাদীছও আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর মালিক ইব্‌ন আনাস, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং আবদুর–রায্‌যাক–এর মুসান্নাফ গ্রন্থসমূহে যে সকল অধ্যায় রয়েছে আমার ধারণামতে 'আস–সুনান' গ্রন্থে সেগুলো থেকে এক–তৃতীয়াংশ অধিক অধ্যায় রয়েছে।

সকল সুন্নাত সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে

আমার নিকট সংগৃহীত হাদীছসমূহ থেকে আমি এ সুনান গ্রন্থ সুসজ্জিত করেছি। তোমার নিকট কেউ নবী করীম (স)–এর এমন কোন হাদীছের উল্লেখ করলে যা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিনি তুমি তা বাতিল বলে জানবে– যদি না এ হাদীছটি আমার এই গ্রন্থের অন্য কোন সনদে থাকে। কেননা আমি এতে সকল সনদের উল্লেখ করিনি। কারণ তাতে পাঠকের উপর চাপ সৃষ্টি হতেপারে।

আমার জানামতে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাসান ইব্‌ন খাল্লাল (মৃ ২৪২/ ৮৫৬) নয় শত হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। আর তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌নুল–মুবারকের মতে নবী করীম (স)–এর হাদীছের সংখ্যা নয় শতের মত। তখন তাঁকে বলা হয় যে, এক ইমাম আবু ইউসুফের (মৃ ১৮২/৭৯৮) মতে হাদীছের সংখ্যা এক হাজার একশত। তখন ইব্‌নুল–মুবারক বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এখান থেকে ওখান খেনে কিছু কিছু যঈফ হাদীছও গ্রহণ করে থাকেন।

কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ

আমার এ গ্রন্থের কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে আমি তার উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে সনদের দুর্বলতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি তা গ্রহণযোগ্য

যে হাদীছ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা গ্রহণযোগ্য। আর এরূপ একটি হাদীছ অপর হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ। অবশ্য এ গ্রন্থখানা আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সংকলন করলে আমি এর প্রশংসায় অনেক কথা বলতাম।

http://IslamiBoi.wordpress.com

সুনানের ব্যাপকতা

নবী করীম (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা তুমি এ গ্রন্থে পাবে না। তবে এমন কিছু কথা বা কালাম এর ব্যতিক্রম হতে পারে যা কোন হাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আর এরূপ কমই হয়ে থাকে।

সুনান–এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পর আমি আর এমন কোন কিতাবের কথা জানি না, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক। এই কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর কোন ব্যক্তি যদি আর কোন জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থখানা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তবে তখনই সে এর গুরুত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

এই কিতাবের হাদীছসমূহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি

ইমাম সুফয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) কর্তৃক অনুসৃত মাসাআলাসমূহের মূল ভিত্তিই– এই হাদীছসমূহ।

সাহাবীগণের মতামত

আমার নিকট এ বিষয়টি পছন্দনীয় যে, আমার এ গ্রন্থে উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের সাথে লোকেরা নবী করীম (স)–এর সাহাবীগণের মতামতও লিপিবদ্ধ করবেন।

সুফিয়ান (রহ)–এর জামে

অনুরূপভাবে লোকেরা সুফিয়ান আস–সাওরী (রহ)–এর জামে গ্রন্থের মত কিতাবও লিপিবদ্ধ করবে। কেননা সংকলিত জামে গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত।

সুনান গ্রন্থের হাদীছসমূহ মাশহূর; গারীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়

কিতাবুস–সুনান–এ আমি যেসব হাদীছ সন্নিবেশ করেছি তার অধিকাংশই মাশহূর স্তরের। যে সকল ব্যক্তি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন তাদের সকলেই এভাবে হাদীছের যাচাই–বাছাই করতে সক্ষম হন না। তবে এটা গৌরবজনক বিষয় যে, সুনানের হাদীছগুলো মাশহূর। আর গরীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়– তার বর্ণনাকারী যদিও ইমাম মালিক, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (মৃ১৯৮/৮১৩) এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বস্ত (ছিকাহ) আলেমগণও হয়ে থাকেন।

কোন ব্যক্তি যদি গরীব হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাবে যিনি সেই হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। হাদীছ যদি গরীব এবং শায হয় তবে

http://IslamiBoi.wordpress.com

কেউ তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকলেও তা দলীলযোগ্য নয়। মাশহূর, মুত্তাসিল এবং সহীহ হাদীছ এমন যে, কোন ব্যক্তিই তা প্রত্যাখান করার দুঃসাহস করে না।

ইব্‌রাহীম নাখঈ (মৃ৯৬/৭১৪) বলেছেন, হাদীছ বিশারদগণ গরীব হাদীছ অপছন্দ করে থাকেন।

ইয়যীদ ইব্‌ন হাবীব (মৃ১২৮/৭৪৫/৭৪৬) বলেন, তুমি যখন কোন হাদীছ শুনবে তখন তার ভিত্তি এমনভাবে অনুসন্ধান করবে যেমন তুমি হারানো জিনিসের খোজ করে থাক। আর যদি সন্ধান পেয়ে যাও তবে উত্তম, নচেৎ তা প্রত্যাখান কর।

সহীহ হাদীছ না পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে মুরসাল এবং মুদাল্লাস হাদীছ স্থান লাভ করেছে

আমার এ সুনান গ্রন্থখানায় এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা মুত্তাসিল নয়, তা মুরসাল এবং মুদাল্লাস। এরূপ হাদীছ সম্পর্কে সাধারণ হাদীছবিদগণের অভিমত এই যে, সহীহ হাদীছ পাওয়া না গেলে এ সকল হাদীছ মুত্তাসিল–এর অর্থবহ। এরূপ সনদের কিছু দৃষ্টান্তঃ

হযরত আল–হাসান (মৃ ১১০/৭২৮) হযরত জাবির (মৃ৭৮/৬৯৭) (র) থেকে। হযরত আল–হাসান হযরত আবু হুরায়রা (রা) (মৃ৫৯/৬৭৯) থেকে। হযরত আল–হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (১১৫/৭২৩) হযরত মিকসাম (রহ) (মৃ১০১/৭১৯) থেকে।

হাকাম (রহ) মিকসাম (রহ) থেকে মাত্র চারটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেছেন।

আবু ইসহাক (মৃ ১২৬/৭৪৪) বর্ণনা করেন আল–হারিছ (মৃ৬৫/৬৮৪) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) (মৃ৪০/৬৬১) থেকে। আবু ইসহাক (রহ) মাত্র চারটি হাদীছ আল–হারিছ (রহ) থেকে শুনেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি। আস–সুনান গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা কম। আর সম্ভবতঃ আল–হারিছ আল– আওয়ার থেকে আস–সুনান গ্রন্থে একটির বেশী হাদীছ বর্ণিত নেই। আমি শেষ দিকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

কখনও কখনও হাদীছের মধ্যে এমন ইংগিত থাকে যা থেকে হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীছের মধ্যে উপস্থিত বিশুদ্ধতার এই মাপকাঠি যখন আমার নিকট অস্পষ্ট থাকে এবং আমি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হই তখন আমি হাদীছটি স্ব–অবস্থায় ছেড়ে দেই। আর কখনও কখনও আমি তা লিপিবদ্ধ করি, বর্ণনা করি এবং নীরব ভূমিকা পালন করি না। আবার কখনও কখনও এরূপ বর্ণনা থেকে আমি নীরব থাকি। কারণ হাদীছের এসব দোষ–ত্রুটির প্রকাশ সাধারণ লোকদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা তাদের জ্ঞান এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম।

সুনান–এর জুয–এর সংখ্যা

এই সুনান–এর অধ্যায়ের সংখ্যা মারাসীল সহ আঠারটি। আর এর মধ্যে মারাসীল একটি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

মুরসাল হাদীছসমূহের হুকুম

নবী করীম (স)–এর যে সকল হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন যা সহীহ নয়। আর তা মুত্তাসিল বলে গণ্য এবং সহীহ।

হাদীছের সংখ্যা

আমার এই কিতাবে হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৪,৮০০। মুরসাল হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৬০০।

সুনান গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠি

যদি কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থের হাদীছসমূহ এবং হাদীছের মূল পাঠের অন্য হাদীছের সাথে তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে যে, কখনও হাদীছ একটি সনদে বর্ণিত যা সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত এবং হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন সব হাদীছের অনুসন্ধান করতাম যার মূল পাঠ ব্যাপক অর্থবহ। এই হাদীছ বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে তা সংকলন করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের একটি সনদ মুত্তাসিল দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করলে তা মুত্তাসিল প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়টি হাদীছ শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি হাদীছের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হলে এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইব্‌ন জুরাইজ (মৃ ১৫০/৭৬৭) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

"أُخبِرتُ عَنِ الزُّهرِيِّ" অর্থাৎ "যুহরী (রহ)–র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।" আর আল্লামা বুবসানী (মৃ ২০৪/৮১৯) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

অর্থাৎ "ইব্‌ন জুরাইজ (রহ) যুহরী (রহ)–র সূত্রে বর্ণনা করেন।"

এ সনদ যিনি শুনবেন তাকে তিনি একটি মুত্তাসিল সনদ বলে ধারণা করবেন। আর এ ধারণা অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এই সনদটি বর্জন করেছি। কেননা হাদীছের মূল (সনদ) মুত্তাসিল নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। বরং এটি একটি ত্রুটিযুক্ত হাদীছ। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা অনেক।

যে ব্যক্তি হাদীছের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবেঃ আমি একটি সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবিলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ পেশ করবে।

এ গ্রন্থ আহকাম সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

আমি 'আস–সুনান' গ্রন্থে আহ্‌কাম সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীছ গ্রহণ করিনি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

যুহুদ (কৃচ্ছ সাধনা) এবং আমলের ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীছ আমি এতে সন্নিবেশ করিনি। অতএব এই ৪,৩০০ হাদীছের সবগুলোই আহ্কাম সম্পর্কিত। তা ছাড়া যুহদ, ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে, আমি সেগুলো এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি।

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আর আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক (চিঠিখানি এখানে সমাপ্ত)

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর এ বিশাল গ্রন্থের হাদীছসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীছ কোন ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তা এই যে–

১। اِنَّمَا الاَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ "সকল কাজ নিয়াত অনুযায়ী হয়।"

২। مِن حُسنِ المَرءِ تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ "ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে– যা কিছু অর্থহীন তা বর্জন করা।"

৩। لَا يَكُونُ المُؤمِنُ مُؤمِنًا حَتّٰى يَرضٰى لِاَخِيهِ مَا يَرضٰى لِنَفسِهِ "কোন মু'মিন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য এমন বস্তু পছন্দ না করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"

(৪) اَلحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَينَ ذَالِكَ مُشتَبِهَاتٌ الخ "হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে কিছু সন্দেহজনক বস্তু আছে...।"

সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ

অনেক হাদীছ বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১। আবু আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আমর আল-লু'লু'ঈ (রহ) (মৃ ৩৪১/৯৫২)। ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে তাঁর পাণ্ডুলিপি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটি অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই যে, তিনি ২৭৫ হজরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নিকট থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (রহ) শেষ বারের মত তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই বছরের ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

২। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর-রাযযাক ইব্ন দাসাহ্ (মৃ ৩৪৫/৯৫৬)। লু'লু'ঈ এবং ইব্ন দাসার পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

http://IslamiBoi.wordpress.com

কিন্তু হাদীছের সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ) যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন পান্ডুলিপিতে বেশী এবং কোনটিতে কম দেখা যায়।

৩। হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন সাঈদ আর-রামলী (মৃ ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্‌ন দাসার নুসখার অনুরূপ।

৪। হাফিয আবু সাঈদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইবনুল-আরাবী (মৃ ৩৪০/৯৫২)। এই নুসখার হাদীছের সংখ্যা অন্যান্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ নেই।

সুনানে আবু দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দিছগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা গ্রন্থের এবং ভাষ্যকারগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

১। মুআলিমুস-সুনানঃ রচয়িতা আবু সুলায়মান আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ ৩৮৮/৯৯৮)। এই ভাষ্যখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম।

২। উজালাতুল-আলিম মিন কিতাবিল-মুআলিমঃ রচয়িতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহ্‌মুদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃ ৭৬৯/১৩৬৭/১৩৬৮)। এটি মু'অলিমুস'-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

৩। মিরকাতুস-সুউদ ঃ রচয়িতা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ ৯১১/১৫০৫)।

৪। দারাজাতু মিরকাতিস-সুউদঃ আল্লামা দিমনাতী। এটি মিরকাতু'স-সুউদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ রচয়িতা শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইব্‌ন আলী ইব্‌নুল-মুলাক্কান (মৃ ৮০৪/১৪০১)।

৬। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃ ৮৪৬/১৪৪৩)।

৭। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল-হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ ৮৪৪/১৪৪০)।

৮। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ কুতবুদ্দীন আবু বাক্‌র ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন দাঈল (মৃ ৭৫২/১৩৫১)।

৯। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আবু যুরআ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদির রহীম আল-ইরাকী (মৃ ৮২৬/১৪২২)। এতে মূল গ্রন্থের 'সাজুদুস-সাহবি' অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাঈ (মৃ ৭৬২/১৩৬১)। তিনি তাঁর ভাষ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

http://IslamiBoi.wordpress.com

১১। তাহযীবুস-সুনানঃ ইব্‌নুল-কাইয়িম আল-জাওযিয়া (মৃ ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বাধ্য হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার।

১২। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-আইনী (মৃ ৮৫৫/১৪৫১)।

১৩। আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরূদঃ শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী (মৃ ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

১৪। ফাত্‌হুল-ওয়াদূদঃ আল্লামা আবুল-হাসান আস-সিন্দী (মৃ ১১৩৯/১৭২৬)। ভারতীয় আলিমগণের মধ্যে তিনিই এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার।

১৫। গায়াতুল-মাকসূদ ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (মৃ ১৩২৯/১৯১১)। এটি সুনানে আবু দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি ৩২ খন্ডে সমাপ্ত, কিন্তু শুধু প্রথম খন্ডটিই প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খন্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বখ্‌শ খান পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট খন্ডগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬। আওনুল-মাবুদঃ আল্লামা শামসুল-হক আযিমাবাদী (রহ)। গায়াতুল-মাকসূদ সুনান আবু দাউদের বিশদ ও বৃহদাকার অথচ আংশিক প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ। আর 'আওনুল-মাবূদ' হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

১৭। আল-হাদয়ুল-মাহ্‌মূদঃ শায়খ ওয়াহীদুয-যামান লাখনাবী (১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে 'সুনানের' উর্দূ অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীছের ব্যাখ্যা সংযোজন করেন।

১৮। আনওয়ারুল-মাহ্‌মূদঃ শায়খ আবুল-আতীক আবদুল-হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীব আবাদী।

১৯। আত-তালীকুল-মাহ্‌মূদঃ শায়খ ফাখরুল-হাসান গাংগুহী (মৃ ১৩১৫/১৮৯৭)।

২০। টীকা গ্রন্থঃ কাযী মুহাদ্দিছ হুসাইন ইব্‌ন মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী।

২১। টীকা গ্রন্থ ঃ আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল-হাই আল-হাসানী।

২২। বাযলুল-মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাউদঃ শায়খ খালীল আহ্‌মাদ সাহারনপূরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭)। এটি একটি সুবৃহৎ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ। বৈরূত থেকে গ্রন্থখানি ২০ খন্ডে এবং ভারত থেকে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।